র্তৃপক্ষের অবহেলায় ৮৪ শিক্ষার্থীর ১ বছর নষ্ট

সংবাদ : প্রতিনিধি, কচুয়া (চাঁদপুর)

| ঢাকা , মঙ্গলবার, ১৫ মে ২০১৮

চাঁদপুরের কচুয়া উপজেলার সাচার ডিগ্রি কলেজে শিক্ষকদের দায়িত্ব অবহেলায় ৮৪ জন শিক্ষার্থী বিএ/বিএসএস (ডিগ্রি) শাখায় ভর্তি হতে পারেনি। ফলে শিক্ষার্থী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের মাঝে চরম ক্ষোভ ও অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। জানা গেছে, গত ১৭ জানুয়ারি থেকে ৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ২০১৭-২০১৮ শিক্ষাবর্ষে কচুয়া উপজেলার সাচার ডিগ্রি কলেজে বিএ/বিএসএস (ডিগ্রি) এর প্রথম বর্ষে ভর্তির জন্য ১৩৪ জন শিক্ষার্থী অনলাইনে আবেদন করে। এতে ৬০ শিক্ষার্থীর নামের অনুমোদন আসে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। বাকি ৮৪ জন শিক্ষার্থীদের নাম না আসায় শিক্ষার্থীরা ভেঙে পড়ে। ফলে তাদের শিক্ষা জীবন থেকে একটি বছর হারিয়ে যায় এবং এর মাশুল গুনতে হয় সাধারণ শিক্ষার্থীদের।

ভুক্তভোগী একাধিক শিক্ষার্থী জানান, বিএ/ বিএসএস (ডিগ্রি) ভর্তির সময় কলেজ কর্তৃপক্ষ ১৫শ থেকে ২ হাজার টাকা নিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে নাম ঠিকানা পূরণ করে। কিন্তু কেন, কি কারণে তাদের নাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে

অনুমোদন হয়ান এ নিয়ে শিক্ষার্থীদের মাঝে নানান প্রশ্ন ও ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। এছাড়া শিক্ষার্থীরা অভিযোগ করেন, কলেজের অধ্যক্ষ এবং প্রভাষকদের অদক্ষতার কারণে তাদের এ ক্ষতি হয়েছে। কলেজের অধ্যক্ষ বলেন, ভর্তিকালীন সময় ওই কলেজের ৫ জন প্রভাষক এ ভর্তি কাজের দায়িত্বে ছিলেন। তবে এদের মধ্যে আইসিটি বিভাগের শিক্ষক বিপুল কান্তি মালাকার শিক্ষার্থীদের ফরম পূরণ করে বলে ভোক্তভোগী শিক্ষার্থীরা জানান।

এ ব্যাপারে কলেজের অধ্যক্ষ মো. নুরুল আমিন তালুকদার বিষয়টি অত্যন্ত দুঃখজনক। এ বিষয়ে আমরা কলেজ গভর্নিং বডির সভাপতি, সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ড. মহীইদ্দীন খান আলমগীর এমপি মহোদয়কে অবগত করেছি। তবে দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষকদের অবহেলা রয়েছে কিনা এ বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, ভর্তির সময়সীমা খুবই কম ছিল। বিশেষ করে শেষদিন শিক্ষার্থীরা অনেকেই অনলাইনে আবেদন করায় সার্ভার ও বিদ্যুৎজনিত ত্রুটির কারণে অনেক শিক্ষার্থীর নাম অন্তর্ভুক্ত হয়নি এমনটাই মনে করেন তিনি। অন্যদিকে ভুক্তভোগী শিক্ষার্থী ও অভিভাবকগণ দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রভাষক এবং অধ্যক্ষ এ ভুলের জন্য দায়ী করেন।